বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক (ভ্রমণ ভাতা) আইন, ২০২১

(২০২১ সনের ৩১ নং আইন)

Supreme Court Judges (Travelling Allowances) Ordinance, 1976 রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া পুনঃপ্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ৩ক ও ১৮ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হইয়াছে এবং সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯ এ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৬নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে Supreme Court Judges (Travelling Allowances) Ordinance, 1976 (Ordinance No. XXX of 1976) রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক (ভ্রমণ ভাতা) আইন, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) "বিচারক" অর্থ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের কোনো বিচারক এবং বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ও উক্ত কোর্টের কোনো বিভাগের অতিরিক্ত বিচারকগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

এবং

(খ) "তফসিল" অর্থ এই আইনের তফসিল।

কর্তব্যকালীন ভ্রমণ

৩। কোনো বিচারক কর্তব্যকালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণ করিলে তিনি তফসিল ১ এ উল্লিখিত হারে ভ্রমণ ভাতা ও সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

ব্যাখ্যা।- এই ধারায় উল্লিখিত "কর্তব্যকালীন ভ্রমণ" অর্থে, অবকাশকালীন বিচারক ব্যতীত, কোনো বিচারকের অবকাশকালীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে ভ্রমণ অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

(ক) সুপ্রীম কোর্টের অবকাশকালীন কোনো কর্তব্য সম্পাদন করা;

(খ) বিচারক হিসাবে তাঁহার কর্মে থাকাকালীন কোনো দপ্তর বা পদে কার্য সম্পাদন করা; এবং

(গ) দফা (ক) ও (খ) এ বর্ণিত কর্তব্য বা কার্য সম্পাদন করিতে যে স্থান হইতে যাত্রা আরম্ভ করা হইয়াছিল সেই স্থানে ফিরিয়া আসা।

যানবাহন পরিবহণ

৪। (১) কোনো বিচারক তাঁহার নিজস্ব গাড়ি, স্বীয় ঝুঁকিতে, আবদ্ধ রেলওয়ে ভ্যান, ফেরি, জাহাজ বা স্টিমারে পরিবহণের ক্ষেত্রে পরিশোধিত প্রকৃত খরচসহ একজন গাড়ি চালক অথবা একজন গাড়ি পরিচ্ছন্নতা কর্মীর জন্য প্রযোজ্য সর্বনিম্ন হারে ভাড়া প্রাপ্য হইবেন।

(২) কোনো বিচারক ভ্রমণকালীন যাত্রাবিরতি স্থানে ট্যাক্সি ভাড়া করিতে পারিবেন এবং উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত খরচের পরিবর্তে ট্যাক্সি ভাড়ার প্রকৃত খরচ প্রাপ্য হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, ভাড়া হিসাবে আদায়যোগ্য মোট খরচ বিচারকের সদর দপ্তর হইতে যাত্রাবিরতি স্থলে তাঁহার নিজস্ব গাড়ি পরিবহণের খরচের অধিক হইবে না।

দৈনিক ভাতা

৫। কোনো বিচারক সুপ্রীম কোর্টের সদর দপ্তরের বাহিরে দায়িত্ব পালনকালে যেকোনো মেয়াদে অবস্থানের জন্য তফসিল ২ এ উল্লিখিত হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

দায়িত্ব বহির্ভূত ভ্রমণ